বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, কৃষি, নৌপরিবহন, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, (৫টি মন্ত্রণালয়ের ৭টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

-ঃ সূচীপত্র ঃ -

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক' এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৩
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ সমূহ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	
	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ	৬-১১
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ	১২-১৮
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ	১৯-২২
	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ	২৩-২৬
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ	২৭-২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফ্যাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১২-০৯-১৪১৭ বঃ
২৬-১২-২০১০ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব্
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন ৫টি মন্ত্রণালয়ের ৭টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্ত র্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ১৩-১২-২০১০ খ্রিঃ
তারিখঃ.................................ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	
১	অর্থ মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভি.আর.এস. এর আওতায় চাকুরীকাল ২৫ বছর পূর্তি হয়নি এমন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে এলপিআর সুবিধা প্রদান করায় ক্ষতি।	১৩,৪৫,৯৫,২১৮/-
২	বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অসমচুক্তি সম্পাদন করায় অপ্রয়োজনে S2 ACS এর ইঞ্জিন ব্যতীত AIR FRAME ক্রয় করতঃ ফেলে রাখায় ক্ষতি।	২০,৭৪,৪৫,০০০/-
৩	সেলস এজেন্ট মেসার্স আমাজান ওভারসীজ লিঃ কর্তৃক প্রতারণার মাধ্যমে টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থ কম জমা (Short Deposit) দেয়ায় ক্ষতি।	৮১,৩৯,৮২৪/-
৪	বিশেষ অবসর স্কীমের (Voluntary Retirement Scheme) আওতায় অবসর গ্রহণকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অনিয়মিতভাবে বিনা ভাড়ায় বিমান ভ্রমণের সুবিধা প্রদানে ক্ষতি।	৪১,৫৬,৭৪০/-
৫	ইজারাদারের নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবৎ লীজ প্রিমিয়াম আদায় না করায় ক্ষতি।	১,৯১,৬৯,৭১৮/-
	কৃষি মন্ত্রণালয়	
৬	ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পাম্প ও মটর পুনরায় ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ফেরত দেয়া এবং কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১,৪৩,৫০,৬০১/-
৭	বিএডিসি কর্তৃক পিপিআর -০৩ লংঘন করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ক্রয়াদেশ দিয়ে টিএসপি সার ক্রয় করায় ক্ষতি।	১৯,৬৪,১৫,৭৪৬/-
৮	প্রব্লেম ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্থায়ী আমানত রাখায় ক্ষতি	১,৫৫,০০,১১৪/-
৯	আমদানিকৃত টিএসপি সারের ঘাটতি মূল্য সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় না হওয়ায় ক্ষতি।	১০,৬৩,০৫,০৫৫/-
১০	উচ্চদরে ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৭৯,৭২,৭০০/-
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	
১১	টি - ১০৪৯ ট্যাংকারটি চার্টারে দেয়ার জন্য টেন্ডারে সন্তোষজনক দর পাওয়ার পরও চার্টারে না দেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৯৫,৮৫,০০০/-
১২	পলিসিকৃত সময়ের মধ্যে জাহাজ ডুবে গেলেও ক্ষতির জন্য ইন্সুরেন্সের দাবী পেশ না করায় ক্ষতি।	৭০,৩৪,৫০০/-
১৩	টেন্ডার ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ফেরীর ক্যাটারিং ঠিকাদার নিয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে রয়্যালটি বাবদ ক্ষতি।	৫০,৮২,১১৪/-
	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	
১৪	সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতির মূল্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	২৪,০৮,২২৮/-
১৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন মেসার্স ব্রাদার্স নেভিগেশনের নিকট হতে ক্ষতিগ্রস্থ চাল ও বস্তার মূল্য আদায় না করায় ক্ষতি।	৪৮,২৪,৯৮০/-
১৬	চাল সরবরাহে ব্যর্থ চুক্তিবদ্ধ ডিলারগণের জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি	১৭,৬৬,৭৭৯/-
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	
১৭	দোকান ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও চুক্তি নবায়ন না করা এবং বর্তমান বাজার মূল্যে ভাড়া আদায় না করে নামমাত্র ভাড়া আদায় করায় সংস্থার ক্ষতি।	১,৯২,৪৪,৫৮৩/-
	সর্বমোট	৭৬,৩৯,৯৬,৯০০/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ

১৯৯৯-২০০৮
২০০৭-২০০৮
২০০৩-২০০৮
২০০১-২০০৮
১৯৯৫-২০০৭
২০০৬-২০০৭

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
০১	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ লিঃ	১২-০৮-০৮ খ্রিঃ হতে ২৮-০১-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০২	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	১৫-০২-০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৩	বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়	১৫-০২-০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৭-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৪	বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী	১৫-০৪-০৯ খ্রিঃ হতে ১২-০৫-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৫	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন, প্রধান কার্যালয়	১৬-০৪-০৯ খ্রিঃ হতে ২৭-০৫-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৬	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন, আরিচাঘাট, মানিকগঞ্জ	১৮-০৫-০৯ খ্রিঃ হতে ০৪-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৭	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মাদরীপুর	১৬-১০-০৮ খ্রিঃ হতে ২৩-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৮	খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬-০৭-০৮ খ্রিঃ হতে ২৪-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৯	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর এবং অধীনস্থ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রখ(উখানি) ও এল এস ডি সমূহ	১৫-০৭-০৮ খ্রিঃ হতে ০৮-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১০	বি,আর,টি,সি বাস ডিপো, নুতন পাড়া, চট্টগ্রাম	১৩-০৭-০৮ খ্রিঃ হতে ২৯-০৭-০৮ তারিখ খ্রিঃ পর্যন্ত

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ সমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা। প্রাপ্যতারিক্ত গুদাম ঘাটতি অবলোপন করা, সীমাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি সংঘটিত হওয়া।
- গুদাম ঘাটতি, পরিবহন ঘাটতি, খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করা, টেন্ডারে অনিয়ম, বিভিন্ন ভাতাদি প্রদানে অনিয়ম, পাট ঘাটতি, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করা। মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি সংঘটিত হওয়ার মূল্য দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় না করা ।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ -১।

শিরোনাম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিআরএস, এর আওতায় চাকুরীকাল ২৫ বছর পূর্তি হয়নি এমন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এলপিআর সুবিধা প্রদান করায় ক্ষতি ১৩,৪৫,৯৫,২১৮/- টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান শাখা, ঢাকা'র ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১২-০৮-০৮ খ্রিঃ হতে ২৮-০১-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পে-রোল শাখায় VOLUNTARY RETIRMENT SCHEME এর আওতায় অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ভিআরএস নীতিমালা উপেক্ষা করে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে এলপিআর সুবিধা প্রদান করায় ক্ষতি ১৩,৪৫,৯৫,২১৮ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" পৃষ্ঠা-১ তে দেখানো হলো)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/বা-১/০৯২৭-৭৩১১(৪)/২০০৭/৬৫৯ তারিখ ঃ ১৭-৭-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত ভিআরএস সংক্রান্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ (ছ) অনুযায়ী ভিআরএস এর আওতায় অবসর গ্রহণকৃতদের মধ্যে যাদের বয়স ৫০ বছর এর উর্ধ্বে এবং যাদের চাকুরীর মেয়াদকাল ২৫ বছর পূর্তি হয়েছে শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই এলপিআর সুবিধাসহ পেনশন/গ্রাচুইটি প্রযোজ্য হবে। অন্যরা এলপিআর সুবিধাবাদে পেনশন/গ্রাচুইটি পাবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- বিপম/বি-১/ভিআরএস-১/২০০৭/৩১৫ তারিখ ঃ ২৬-৭-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা পূণর্ব্যক্ত করতঃ যথাযথভাবে পরিপালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে যে সকল অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরীর মেয়াদকাল ২৫ বছর পূর্ণ হয়নি তাদেরকেও পেনশন/গ্রাচুইটির সাথে এলপিআর সুবিধা (ছুটি নগদায়ন)সহ আর্থিক সুবিধা প্রদানে ১৩,৪৫,৯৫,২১৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষ জানান যে এ বিষয়ে বিমান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি নং-ঢাকজিভি/০৪/২০০৭/৭৬ তারিখ ৪-৬-০৭ সংযুক্ত করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত VRS সংক্রান্ত নীতিমালা অনুচ্ছেদ (ছ) অনুযায়ী VRS এর আওতায় অবসর গ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের বয়স ৫০ বৎসরের উর্ধে এবং যাদের চাকুরীকাল ২৫ বছর পূর্তি হয়েছে (CPF এবং GPF ভোগীদের) তাদের ক্ষেত্রে এলপিআর সহ প্রযোজ্য সকল সুবিধাদি প্রদান করা যেতে পারে। কিন্ত আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে যাদের চাকুরীর বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হয়নি তাদেরকেও এলপিআর এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ৩-৫-০৯ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ করতঃ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ২।

শিরোনাম ঃ বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অসমচুক্তি সম্পাদন করায় অপ্রয়োজনে S2 ACS এর ইঞ্জিন ব্যতীত AIR FRAME ক্রয় করতঃ ফেলে রেখে বিমানকে গচ্ছা দিতে হয়েছে মাঃ ডলার ২৯,৬৩,৫০০ সমমূল্যের বাংলাদেশী ২০,৭৪,৪৫,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা'র ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১২-০৮-০৮ খ্রিঃ হতে ২৮-০১-০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে AIR CRAFT ক্রয় , লীজ নথি এবং আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন এবং Pacific Aircraft 46543 Incorporation এর মধ্যে সর্বপ্রথম ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে ড্রাই লীজ চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে যথাক্রমে ১৯-২-২০০২ খ্রিঃ ও ৩০-৪-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে দুটি supplementary চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- চুক্তির মেয়াদ ১৮-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়। মেয়াদ শেষে Air Craft Pacific Aircraft 46543 Incorporation CORP-46543 INC কে ফেরত নতুবা চুক্তি পুনঃ নবায়ন করার কথা। কিন্তু তা না করে S2 ACS এর ৩টি ইঞ্জিন ব্যতীত শুধুমাত্র Air Frameটি ২৯,৬৩,৫০০ মাঃ ডলারে ৩১/০৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ক্রয় করা হয়। ফলে ইঞ্জিন বিহীন Air Frameটি বিমানের কোন কাজেই লাগছে না। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" পৃষ্ঠা-২ তে দেখানো হলো)।
- বিমান বাংলাদেশ, ইঞ্জিন ক্রয় করার পরিবর্তে ইতোমধ্যে ১০টি নতুন AIR CRAFT ক্রয় করার চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং আংশিক অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া অন্য ৪টি DC-১০ AIR CRAFT এ Air Frame এর Spares Parts লাগানো হবে মর্মে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রয়োজনানুসারে এই পার্টসগুলোও মেরামত ছাড়া চালু ৪টি Air Frame এ লাগানো সম্ভব হবে না। সুতরাং এই বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে Air Frameটি ক্রয় করে বিমানের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অভিজ্ঞতার স্বল্পতা, উপযুক্ত টুলস এর অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে S2 ACS উড়োজাহাজটি Re delivery শর্ত পূরণ করে Leasing company কে ফেরত দেয়া সম্ভব হয়নি। মূলত ঃ Lease Agreement এর কারণে লীজিং কোং এর সংগে একটি সমঝোতায় আসতে হয় এবং Air Frame টি ক্রয় করতে হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন এবং প্যাসিফিক এয়ারকর্প- 46543 INC কে লীজকৃত উড়োজাহাজ লীজের মেয়াদ শেষ করে শর্ত প্রতিপালন পূর্বক ফেরত দেওয়া অথবা চুক্তি পুনঃ নবায়ন করার কথা। কিন্তু তা না করে বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অসম চুক্তি সম্পাদন করায় অপ্রয়োজনে S2ACS এর ইঞ্জিন ব্যতীত AIR Frame ক্রয় করে বিমানকে গচ্চা দিতে হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ৪-৫-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাঁওয়ায় ১৪-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৩।

শিরোনাম ঃ সেলস এজেন্ট মেসার্স আমাজান ওভারসীজ লিঃ কর্তৃক প্রতারণার মাধ্যমে টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থ কম জমা (Short Deposit) দেয়ায় ক্ষতি ৮১,৩৯,৮২৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান শাখা, ঢাকা'র ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১২-০৮-০৮ খ্রিঃ হতে ২৮-০১-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ডিএসও এবং সেলস এজেন্ট মেসার্স আমাজান ওভারসীজ লিঃ তিনটি সেলস্ রিপোর্টের বিপরীতে মোট ১০,৭৮,৫৪২ টাকা কম জমা করেন। বিষয়টি অবগত হওয়া সত্ত্বে এজেন্সি কন্ট্রোল ইউনিটের সংশ্লিষ্ট ডেক্স ইনচার্জ জনাব রফিক হাচান রাফি, পি-৩৬৮৩৪, হিসাব সহকারী Short Deposit এর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভুত করেননি। বড় অংকের শর্ট ডিপোজিট থাকা সত্ত্বেও রিকিউজেশন ফরমে তা উল্লেখ না করে স্বাক্ষর করতঃ অগ্রগামী করেন যা পর্যায়ক্রমে হিসাব ব্যবস্থাপক, সেলস প্রোমোশন অফিসার, ডিজিএম (সেলস অপারেশন) এর মাধ্যমে অগ্রগামী হয়ে জি,এম (ডিএসও) কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- স্মারক নং-ঢাক এসইউ/০০৭/২০০৫/০৯১ তারিখ ঃ ২২-৮-০৫ খ্রিঃ হতে দেখা যায় যে, ইতোপূর্বে মেসার্স আমাজান ওভারসিজ লিঃ ৯১,৬১,২৮২ টাকা বকেয়াসহ Short Deposit খেলাপী এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ায় উল্লিখিত ওভারসিজ প্রতিষ্ঠান একই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে উক্ত ক্ষতি সাধিত করেছেন।
- মোট (১০,৭৮,৫৪২+৯১,৬১,২৮২) = ১,০২,৩৯,৮২৪ টাকা Short Deposit এর মধ্যে আমাজান ওভারসীজ মাত্র ২১,০০,০০০ টাকা ফেরৎ দেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেও অবশিষ্ট (১,০২,৯৩,৮২৪-২১,০০,০০০) = ৮১,৩৯,৮২৪ টাকা প্রদান না করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" পৃষ্ঠা-৩ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিমান, বাংলাদেশ জবাবে জানান যে, মেসার্স আমাজান ওভারসীজ এর নিকট বকেয়া ৮১,৩৯,৮২৪ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিয়মানুযায়ী সেলস এজেন্টগণ বিক্রিত টিকেটের টাকা ব্যাংকে জমা করে ব্যাংকের ডিপোজিট স্লীপসহ কন্ট্রোল ইউনিটের নির্ধারিত ডেক্সে জমা দেন। টিকেটের পরবর্তী স্টক রিলিজ করার জন্য রিকিউজেশন ফরমে স্বাক্ষর করেন পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপক সেলস প্রমোশন অফিসার শাখার ভিজিএম এর মাধ্যমে অগ্রগামী হয়ে জিএম কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু সেলস এজেন্ট মেসার্স আমাজান ওভারসীজ লিঃ ৩টি সেলস রিপোর্টের বিপরীতে বড় অংকের শর্ট ডিপোজিট থাকা সত্ত্বেও ডেক্স ইনচার্জ জনাব রফিক হাসান রাফি চ-৩৬৮৩৪ রিকিউজেশন ফরমে তা উল্লেখ না করে স্বাক্ষর করতঃ অগ্রগামী কালে মেসার্স আমাজান ওভারসীজ লিঃ শর্ট খেলাপী থাকা সত্ত্বেও যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ৪-৫-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর নিকট হতে বকেয়া টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৪।

শিরোনাম ঃ বিশেষ অবসর স্কীমের (Voluntary Retirement Scheme) আওতায় অবসর গ্রহণকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অনিয়মিতভাবে বিনা ভাড়ায় বিমান ভ্রমণের সুবিধা প্রদানে ক্ষতি ৪১,৫৬,৭৪০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান শাখা, ঢাকা'র ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১২-০৮-০৮ খ্রিঃ হতে ২৮-০১-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পেনশন শাখার রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ৩০-০৩-০৭ খ্রিঃ তারিখে বিমানে কর্মরত স্থায়ী জনবলকে অনুমোদিত অর্গানোগ্রামের আওতায় ৩৪০০ জনে সীমিত করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/বা-১/০৯২৭-৭৩১১(৪)/২০০৭/৬৫৯ তারিখ ঃ ১৭-০৭-০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত Voluntary Retirement Scheme এর আওতায় ০১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্য পেনশন/গ্রাচুইটি এরভিত্তিতে ১৫% হতে ৩০% পর্যন্ত অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করতঃ ১৮৬২ জনকে অবসর প্রদান করা হয়।
- জারীকৃত নীতিমালার অনুচ্ছেদ (ঝ) অনুযায়ী VRS এর আওতায় অবসর গ্রহণকৃত জনবল ভবিষ্যতে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। অর্থাৎ সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের পেনশনের জনবল ১০০% পেনশন সমর্পণ করলে যেরূপ পরবর্তীতে কোন আর্থিক সুবিধাদি পান না এ ক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে VRS এর আওতায় অবসর গ্রহণকারী ২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরীকালীন সময়ে প্রাপ্যতা প্রদর্শন করতঃ পারিবারিক সদস্যসহ মোট ৪২ জনের বিমানে বিদেশে যাওয়া-আসার ফ্রি টিকিট প্রদান করায় ৪১,৫৬,৭৪০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" পৃষ্ঠা -৪ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংস্থা জবাবে জানান যে, উল্লিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তাদের চাকুরীকালীন প্রাপ্যতা থেকে ১০০% রেয়াতী টিকিট ইস্যু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে খালি আসনের বিপরীতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিমানের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- VRS নীতিমালার আলোকে বর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারী এককালীন অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে তাদের অবসর প্রদান করা হয়েছে। VRS এর আওতায় অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অন্য কোন আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিধান না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ৪-৫-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৫।

শিরোনাম ঃ ইজারাদারের নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবৎ লীজ প্রিমিয়াম আদায় না করায় অনাদায়ী ১,৯১,৬৯,৭১৮/- টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০২-০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ইজারাদারের নথি ও রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ইজারাদারের নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবত লীজ প্রিমিয়াম আদায় না করার ফলে ১,৯১,৬৯,৭১৮/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঙ" পৃষ্ঠা -৫ তে দেখানো হলো)।
- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক লিঃ এর মধ্যে ২৩-০২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি পত্রের অনুঃ ৩(বি) অনুযায়ী অপারেটর চুক্তি পত্র সম্পাদনের পূর্বে প্রথম বছরের বার্ষিক লীজ প্রিমিয়াম এবং অনু-৩(সি) অনুযায়ী পরবর্তী লীজ বছর শুরুর দুই মাস পূর্বে বার্ষিক লীজ প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে।
- চুক্তি পত্রে লীজ প্রিমিয়াম বিলম্বে পরিশোধের জন্য বিলম্ব মাশুল/জরিমানা আরোপের কোন বিধান রাখা হয়নি।
- লীজ প্রিমিয়ামের অর্থ দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়ী থাকলেও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত টাকা আদায়ের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংস্থার জবাব হতে জানা যায় যে, লীজ গ্রহীতার নিকট হতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের লীজ প্রিমিয়ামের অর্থ আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট ১,৩৯,৭২,৮৮১/- টাকা পাওনা রয়েছে যা অদ্যাবধি আদায় করা সম্ভব হয়নি। প্রিমিয়াম আদায়ের জন্য বার বার ইজারা গ্রহীতাকে তাগিদ পত্র দেওয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যথাসময়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনাদায়ী টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ০৩-০৫-০৯ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-১১-০৯ ইং তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- লীজ প্রিমিয়ামের টাকা আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ইজারাদারের নিকট হতে প্রিমিয়াম বাবদ অনাদায়ী সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৬।

শিরোনাম ঃ ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পাম্প ও মটর পুনরায় ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ফেরত দেয়া এবং কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,৪৩,৫০,৬০১/- টাকা।

বিবরণ ঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ১৫-০২-০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৭-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্জ মাউন্টেড ফ্লোটিং পাম্প ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রকল্পের জন্য মোট ৮টি বার্জ মাউন্টেড ফ্লোটিং পাম্প সম্পূর্ণ সংযোজিত অবস্থায় সরবরাহের জন্য মেসার্স ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রাঃ) লিঃ কে ২৪/০৫/২005 খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী মালামাল আমদানি করে বিএডিসির গোডাউনে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে ৮টি বার্জ মাউন্টেড সংযোজনের জন্য ঠিকাদারকে হস্তান্তর করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২৩-০৫-০৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক বার্জ মাউন্টেড ফ্লোটিং পাম্প সংযোজিত অবস্থায় সরবরাহ করার কথা। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদ ৩০-০৬-০৭ খ্রিঃ তারিখে শেষ হওয়ার পরও অদ্যাবধি অর্থ্যাৎ ৩০-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদার এর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ক্রমাগতভাবে সময়বৃদ্ধি করে এবং তাকে অনিয়মিতভাবে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের জিওবি বরাদ্দের টাকা প্রকল্প মেয়াদ শেষে সরকারি কোষাগারে ফেরৎ প্রদান না করে বিএডিসি'র নিজস্ব হিসাবে অনিয়মিতভাবে জমা রাখা হয়েছে।
- ক্রয়াদেশের ১১(গ) শর্তানুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক ভাসমান পল্টুন নির্মাণের পর তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন শেষে সংযোজিত বার্জ মাউন্টেড ফ্লোটিং পাম্প বুঝে নেয়ার কথা। কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক ভাসমান পল্টুন তৈরী না হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনিয়মিতভাবে সমস্ত পাম্প ও মটর হস্তান্তর করা হয়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও বিএডিসি কর্তৃপক্ষ উক্ত মালামাল (পাম্প ও মটর) বুঝে নেয়নি। তাছাড়া কাজ সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও পাম্প ও মটর সরবরাহের জন্য ১ম চলতি বিলের মাধ্যমে ১,০১,৮০,৯৫৮ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের জন্য বাস্তবায়ন পরীবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের স্মারক নং- আইএমইডি/ কৃষি /বিএডিসি-১৫(অংশ-১)/২০০৭/২২৮ তারিখ ১৯-১১-০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-১১ এ প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসিকে পরামর্শ দেয়া হলেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- আমদানিকৃত পাম্প ও মটর অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে হস্তান্তর করা এবং কাজ সম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও ১ম চলতি বিলের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ করায় ১,৪৩,৫০,৬০১ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" পৃষ্ঠা -৬ তে দেখানো হলো)।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও অডিটি প্রতিষ্ঠান কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আমদানিকৃত মালামাল বিএডিসি এর হেফাজতে বা বার্জ মাউন্টেড ফ্লোটিং পাম্পে সংযোজিত থাকার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। মালামাল সরবরাহকারীর হেফাজতে রয়েছে এবং কার্য সম্পাদন না হওয়া সত্ত্বে বিল পরিশোধ করা বিধি সম্মত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ০৮-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১-১০-২০০৯ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঠিকাদারের নিকট থেকে অনিয়মিতভাবে প্রদানকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৭।

শিরোনাম ঃ বিএডিসি কর্তৃক পিপিআর -০৩ লংঘন করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ক্রয়াদেশ দিয়ে টিএসপি সার ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১৯,৬৪,১৫,৭৪৬ /- টাকা।

বিবরণ ঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ১৫-০২-০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৭-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ক্রয় বিভাগের নথি, রেজিঃ, ভাউচার, বিবরণী ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সরকারি নির্দেশ ও বিএডিসি'র আদেশ মোতাবেক প্রথম 'ক' পর্যায়ে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ৫০,০০০ মেঃ টন টিএসপি সার ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র নং ক্রয়/সার/টি,এস,পি/০১/২০০৬-০৭/ তারিখঃ ০২-০৭-০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়।
- ৮টি দরপত্র সিডিউল বিক্রি হলেও ১৭-০৮-০৬ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র বাক্স খোলার পর মাত্র ৪টি দর প্রস্তাব পাওয়া যায়। দাখিলকৃত দরপত্রে উদ্ধৃত ১ম সর্বনিম্ন দর প্রতি মেঃ টন ২২২ মাঃ ডলার, ২য় সর্বনিম্ন দর ২৪১.৯১ মাঃ ডলার, ৩য় সর্বনিম্ন দর ২৫৭ মাঃ ডলার এবং সর্বোচ্চ (৪র্থ) দর প্রতি মেঃ টন ২৯৫ মাঃ ডলার।
- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ টেকনিক্যাল কারণে ১ম সর্বনিম্ন দরপত্র বাতিল করেন। ২য় সর্বনিম্ন দর দাতা মেসার্স পোটন ট্রেডার্স কর্তৃক দাখিলকৃত ২৪১.৯০ মাঃ ডলার দর প্রস্তাবটি সারের টক্সিক সার্টিফিকেট ও লেটার অব অথোরাইজেশন প্রদত্ত স্বাক্ষর ও প্যাডের আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে উল্লেখপূর্বক অফার গ্রহণ করা হয়নি। অথচ একই অর্থাৎ ১৭-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের টিইসি মূল্যায়ন সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এমওপি সারের কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। প্যাডের আকৃতি ও স্বাক্ষরের অস্পষ্টতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত টেলেক্স/ফ্যাক্স/টেলিফোন করে সমাধান করা যেতো, কিন্তু তা করা হয়নি। উল্লেখ্য, যথাযথ যাচাই করার জন্য আলোচ্য সার্টিফিকেট ও প্যাডের নমুনা নথিতে সংরক্ষণ করা হয়নি।
- পিপিআর -০৩ এর প্রবিধিমালা ৩১ এর ৮নং শর্তানুযায়ী সংগ্রাহক সত্তা কোন দরদাতাকে সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচনা করতে পারবেন যদি কোন ছোটখাট বিচ্যুতি যা দরপত্রের প্রকৃতি, শর্ত এবং অবস্থাকে পরিবর্তন না করে থাকে, এইরূপ সংশোধনযোগ্য ভুল বা অসাবধানতা সম্বলিত বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা না করে ৪র্থ সর্বোচ্চ দরদাতা মেসার্স মাল্টিলিংক রিসোর্সেস কে ক্রয়াদেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শনের শামিল। প্যাডের, আকার এবং স্বাক্ষর অস্পষ্টতা প্রাধান্য দিয়ে কম মূল্যের পরিবর্তে অধিক মূল্যে মেসার্স মাল্টিলিংক রির্সোসিকে সার সরবরাহের কার্যাদেশ দেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ১৯,৬৪,১৫,৭৪৬ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" পৃষ্ঠা -৭ তে দেখানো হলো)।
-

অডিটি অফিসের জবাব ঃ

- প্রতিষ্ঠানের জবাব হতে জানা যায় যে, মেসার্স পোটন ট্রের্ডাসের দর প্রস্তাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সারের ট্রক্সিক সার্টিফিকেট লেটার অব অথোরাইজেশন, প্রদত্ত স্মাক্ষর ও প্যাডের আকৃতিতে ভিন্নতা থাকায় এ দুটি সার্টিফিকেট মূল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যু করা হয়নি বলে টিইসি সদস্যগণ একমত হন বিধায় দর প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরবরাহকারী কর্তৃক যদি ভুয়া সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়ে থাকে বলে টিইসি মনে করেন তবে একই তারিখের টিইসি সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এমওপি সারের কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা যৌক্তিক বলে বিবেচিত নয়। তাছাড়া এই বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থের জন্য প্রদত্ত স্বাক্ষর ও প্যাডের আকৃতির ভিন্নতার বিষয়টি টেলেক্স এবং ফ্যাক্স এমনকি ফোনের মাধ্যমে সমাধা করলে অতিরিক্ত দর জনিত ক্ষতি পরিহার করা যেত।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ০৮-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২১-১০-২০০৯ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি সহ আলোচ্য ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৮।

শিরোনাম ঃ প্রব্লেম ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্থায়ী আমানত রাখায় ক্ষতি ১,৭৭,৯৮,৬৮৬/- টাকা।

বিবরণ ঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ১৫-০২-০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৭-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং বিএমডিএ,প্রধান কার্যালয়, রাজশাহীর ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১২-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এফডিআর সংক্রান্ত নথি এবং ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সংস্থার স্বেচ্ছাবসর/অব্যাহতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের জন্য সরকার হতে বিএডিসি স্বেচ্ছাবসর রির্জাভ ফান্ড বাবদ প্রাপ্ত ২,০০,০০,০০০ টাকা ঢাকা ব্যাংক লিঃ এ স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে উক্ত স্থায়ী আমানত ১৪-৫-০৬ খ্রিঃ তারিখে ভাংগিঁয়ে প্রব্লেম ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক (বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ) কাওরান বাজার শাখায় ১২.৫০% হার সুদে ৬ মাস মেয়াদী একটি স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখা হয় যার নম্বর ১৩২৭০৭/৫১৯৬/০৬ তারিখ ১৯-৫-২০০৬ খ্রিঃ।
- দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ এর দীর্ঘদিনের তারল্য সংকট থাকা সত্ত্বেও বিএডিসি, কেন্দ্রীয় হিসাব শাখার তৎকালীন কর্মকর্তাগণ ও চেয়ারম্যান উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঢাকা ব্যাংকে রক্ষিত স্থায়ী আমানত ভাংগিয়ে ওরিয়েন্টাল ব্যাংকে স্থানান্তর করতঃ সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছেন।
- স্থায়ী আমানত খোলার মাত্র ১ মাস ২ দিন পর পত্র নং-বিএডিসি/স্বেচ্ছাবসর/হিসাব-১২/২০০৫-০৬/২৯৪ তারিখ ২১-৬-০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত স্থায়ী আমানতটি নগদীকরণের জন্য দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু স্থায়ী আমানতটি নগদীকরণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় এফডিআরটি ভাংগানোর চেষ্টা করা হলেও তা নগদীকরণ করা সম্ভব হয়নি।
- দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ, (বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ) এর স্মারক নং-৯১৩ তারিখ ঃ ০৬-০৩-০৮ খ্রিঃ সূত্রে জানানো হয় যে, এক কোটি টাকার উর্ধে জমাদানকারীর টাকার ২৫% শেয়ার মূল্য হিসেবে পরিশোধিত হবে এবং অবশিষ্ট টাকা বিনা সুদে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর ১,০০,০০০ টাকা করে পরিশোধ করা হবে। হিসাবমতে সমুদয় অর্থ আদায় করতে প্রায় ১০০ বছর লাগবে।
- স্থায়ী আমানত রাখা এবং আদায়ের বিষয়ে সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়) কর্তৃক গত ১৫-০৩-০৯ তারিখে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে এফডিআরটি করা হয়েছিল।
- অনুরূপভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১২/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং অম/অবি/ব্যাংকিং/১০০০-৭/৯৭/১৫ (খন্ড-২)/২২৮ এর মাধ্যমে বিএমডিএকে সম্পূর্ন তহবিল বিশেষ কারণে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ রাজশাহী শাখায় লেনদেন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্ত বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশ অমান্য করে অরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ রাজশাহী শাখায় ৩,৪৫,৫০,০০০ টাকার ৭ টি এফডিআর করেন। প্রব্লেম ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক কর্তৃক কোন সুদ প্রদান না করায় বিএমডিএ এর প্রাপ্য সুদ বাবদ ৯৬,৩৪,৬২৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ফলে প্রাপ্য সুদ না পাওয়ায় উভয় সংস্থার মোট ক্ষতি(৮১,৬৪,০৬২ +৯৬,৩৪,৬২৪) = ১,৭৭,৯৮,৬৮৬ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "জ" পৃষ্ঠা ৮-৯ তে দেখানো হলো)।

অডিটি অফিসের জবাব ঃ

- সরকার হতে প্রাপ্ত ৭৮.৮৪ কোটি টাকা অব্যয়িত অর্থের মধ্য হতে সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান একক সিদ্ধান্তে ২ কোটি টাকা দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ এ ৬(ছয়) মাস মেয়াদী আমানত হিসেবে জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে জমাকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে একাধিকবার পত্র দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এক বছরে দুই কিস্তিতে ২ লক্ষ টাকা সংস্থার ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নগদায়ন করা হবে।
- বিএমডিএ জবাবে জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রজ্ঞাপন (বি আর পিউ(আর-১)/৬৫১/৯(১০)/২০০৭-৪৪৭) তারিখ ০২/০৮/০৭ খ্রিঃ এর ৬ এর নির্দেশ মোতাবেক কিছু পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে এর ৬ মাস অন্তর ২ লক্ষ টাকা প্রদান করছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারের সিদ্ধান্ত লংঘন করে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ এ মেয়াদী আমানত হিসেবে জমা রাখা সঠিক হয়নি বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ০৮-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২১-১০-২০০৯ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৯।

শিরোনাম ঃ আমদানিকৃত টিএসপি সারের ঘাটতি মূল্য সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি মাঃ ডলার ১৫,২০,৮১৬.২৫ সমপরিমাণ ১০,৬৩,০৫,০৫৫/- টাকা।

বিবরণ ঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ১৫-০২-০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৭-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ক্রয় বিভাগের রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ৫০,০০০ মেঃ টন টিএসপি সার আমদানির জন্য দরপত্র নং ক্রয়/সার/টিএসপি/৬৪/০৮-০৯ তারিখ ৬-৫-০৮ আহবান করা হলে মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রতি টন মাঃ ডলার ১২৯৫.০০ হিসাবে ২৫.০০০ মেঃ টন এবং মেসার্স মাল্টি লিংক রিসোর্সেস প্রতি টন মাঃ ডলার ১২৯৬.৭৫ হিসাবে ২৫.০০০ মেঃ টন টিএসপি সার অফারের প্রেক্ষিতে তাদের উভয়ের সংগে চুক্তি করা হয় এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- অতঃপর মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন কর্তৃক ২৬,২৫০ মেঃ টন এবং মেসার্স মাল্টি লিংক কর্তৃক ২৪,৭৫০ মেঃ টন সার আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়। চুক্তি অনুযায়ী এলসিতে উল্লিখিত পরিমাণ সার বিএডিসিকে হস্তান্তর করার কথা।
- যুগ্ম পরিচালক (সার) বিএডিসি কর্তৃক স্মারক নং-৩২৯ তারিখ ২৮-১-০৯ এর মাধ্যমে ইস্যুকৃত রিসিট সার্টিফিকেট হতে দেখা যায় মেসার্স দেশ কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানিকৃত ২৬,২৫০ মেঃ টন সারের মধ্যে ৮১৩.৮৮৯ মেঃ টন ঘাটতি হয়েছে যার মূল্য মাঃ ডলার ১০,৫৩,৯৮৬.২৫। অপরদিকে মেসার্স মাল্টি লিংক রিসোর্স কর্তৃক আমদানিকৃত ২৪,৭৫০ মেঃ টন সারের মধ্যে ঘাটতি হয়েছে ৩৬০.০০ মেঃ টন যার মূল্য মাঃ ডলার ৪,৬৬,৮৩০.০০।
- বর্ণিত সারের ঘাটতি জনিত মূল্য বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি মাঃ ডলার ১৫,২০,৮১৬.২৫ সমপরিমাণ ১০,৬৩,০৫,০৫৫ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঝ " পৃষ্ঠা -১০ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, ঘাটতি মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর সংগে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে দাবী প্রাপ্তির পর অবশিষ্ট দাবী সরবরাহকারী/ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এ সংক্রান্ত বিষয়ে কি ধরণের কার্যক্রম করা হয়েছে তা উল্লেখ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ০৮-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২১-১০-২০০৯ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। উক্ত বিষয়ে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে যথাযথ খাতে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১০।

শিরোনাম ঃ উচ্চদরে ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় করায় সরকারের ৭৯,৭২,৭০০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

বিএমডিএ প্রধান কার্যালয়, রাজশাহীর ২০০৭-২০০৮ সালের হিসাব ১৫/০৪/২০০৯ খ্রিঃ হতে ১২/০৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে টেন্ডার নথি, বিল ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দখা যায় যে,

- উচ্চদরে ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় করায় সরকারের ৭৯,৭২,৭০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঞ" পৃষ্ঠা - ১১ তে দেখানো হলো)।
- দরপত্র নং ঠাকুর - ০৪/০৭-০৮, তারিখ ০৬/১০/২০০৭ খ্রিঃ, চুক্তির তারিখ ৩/১/০৮ খ্রিঃ এবং কার্যাদেশ নং ১৫১৮ তাং-৩০/১২/০৭ খ্রিঃ মোতাবেক আরএফএল প্লাস্টিক লিঃ, হতে ২৫০ মিঃ মিঃ ইউপিভিসি পাইপ ৯৩৪২ মিটার প্রতি মিটার ৩৯০/- টাকা দরে ক্রয় করা হয়। আবার দরপত্র নং নওগাঁ-৩/০৭-০৮, তারিখ ২৭/১২/২০০৭ খ্রিঃ চুক্তির তারিখ ০৩/০১/২০০৮ খ্রিঃ কার্যাদেশ নং ২৬৭৫, তারিখ ০৩/০১/২০০৮ খ্রিঃ মোতাবেক একই সরবরাহকারী (আরএফএল) এর নিকট হতে ২৫০ মিঃ মিঃ ইউপিভিসি পাইপ প্রতি মিটার ৫১৯/- টাকা দরে ৬১,৮০০ মিটার ক্রয় করা হয়। ফলে একইসময়ে একই সরবরাাহকারীর নিকট হতে প্রতি মিটার (৫১৯-৩৯০) = ১২৯ টাকা উচ্চ দরে ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি (১২৯ x ৬১,৮০০) = ৭৯,৭২,২০০ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আলাদা দরপত্রে পরিবহনসহ দর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । কেননা দ্রব্য মূল্য অস্থিতিশীল হওয়ার কারণে দরের ভিন্নতা হতে পারে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কেন্দ্রীয়ভাবে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে দূরত্ব বিবেচনায় নওগাঁ হতে ঠাকুরগাঁও এর দূরত্ব অনেক বেশী । কিন্তু ঠাকুরগাঁও এর তুলনায় নওগাঁ এর দর বেশী হওয়া জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১০/৮/০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১৬/৯/০৯ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবেব ১৭/ ১১/০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়েছে । অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ - ১১।

শিরোনাম ঃ টি - ১০৪৯ ট্যাংকারটি চার্টারে দেয়ার জন্য টেন্ডারে সন্তোষজনক দর পাওয়ার পরও চার্টারে না দেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৯৫,৮৫,০০০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

বিআইডব্লিউটিসি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ সালের হিসাব ১৬-০৪-০৯ খ্রিঃ হতে ২৭-০৫-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ট্যাংকার ভাড়া রেজিষ্টার ও টেন্ডার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- টি-১০৪৯ ট্যাংকারটি চার্টারে দেয়ার জন্য ৩০-০৩-০৬ খ্রিঃ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয় এবং মাসিক ৩,৫৫,০০০ টাকা ভাড়ার অফার পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত দরে ট্যাংকারটি ভাড়া না দেয়ায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে।
- জাহাজের তালিকা থেকে দেখা যায় জাহাজটি ভাড়া ছাড়া ১৬-০৭-০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে রাখা হয়েছে এবং ২৭ মাস পরে ২৩-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখ ২,৫৭,০০০ টাকা হারে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে।
- ১৬-০৭-০৬ খ্রিঃ হতে ২৩-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২৭ মাস জাহাজটি ভাড়া না দেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে (৩,৫৫,০০০×২৭ মাস) = ৯৫,৮৫,০০০ টাকা।
- উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে ৮০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ট্যাংকার টি -১০৫৭ এর মাসিক ভাড়া ছিল ৩,০৫,৫৫৫ টাকা। ৬০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট আলোচ্য ট্যাংকার টি -১০৪৯ মাসিক ভাড়া ৩,৫৫,০০০ টাকা দর পাওয়া যায়। ফলে কম ভাড়ার অজুহাতে ট্যাংকারটি ভাড়া না দেয়া সঠিক হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, দর সন্তোষজনক না হওয়ায় ৩,৫৫,০০০ টাকা দরে ভাড়া দেয়া হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উক্ত সময়ে বেশী ক্ষমতা বিশিষ্ট জাহাজ কম দরে ভাড়া দেয়া ছিল। তাছাড়া টেন্ডারে ৩,৫৫,০০০ টাকা দর পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত দরে ভাড়া না দিয়ে ২৭ মাস পরে ২,৫৭,০০০ টাকা দরে ভাড়া দেয়া যুক্তিসংগত না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২৭-৭-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২-৯-০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১২।

শিরোনামঃ পলিসিকৃত সময়ের মধ্যে জাহাজ ডুবে গেলেও ক্ষতির জন্য ইন্সুরেন্সের দাবী পেশ না করায় ক্ষতি ৭০,৩৪,৫০০/ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিআইডব্লিউটিসি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ সালের হিসাব ১৬-০৪-০৯ খ্রিঃ হতে ২৭-০৫-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেরিন শাখার আর এফ রাজামপেট জাহাজ মেরামত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জাহাজটি মেরামতের জন্য ৪-৬-০৭ খ্রিঃ তারিখে টেন্ডার হয় এবং মেসার্স নারায়ণগঞ্জ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড শিপ বিল্ডার্স লিঃ এর সাথে ৬৩,৯৫,০০০ টাকায় চুক্তি হয়।
- মেরামতকালীন সময়ের জন্য কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স লিঃ এর সাথে ৭০,৩৪,৫০০ টাকার বীমা পলিসি করা হয় যার নং- CIL/PUD/CAR/P তারিখ ঃ ০৫/১০/২০০৭ ।
- ঠিকাদার কর্তৃক ১০-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে জাহাজটি মেরামতের জন্য বুঝে নেয়ার ৫ দিন পরে সিডরে আক্রান্ত হয়ে জাহাজটি শীতলক্ষ্যা নদীতে ডুবে যায়। জাহাজটি উদ্ধার করার সময় ২৪০ ফুটের জাহাজ দুই খন্ড করে উঠানো হয় এতে প্রচুর ক্ষতি হয়, পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাহাজটি ২৪০ ফুটের স্থলে ১২০ ফুট লম্বা ঘাট পন্টুন তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ২৮৪তম পর্ষদ সভার ২০ নং সিদ্ধান্তে জানানো হয় যে, জাহাজটি সম্পূর্ণ মেরামত করতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।
- জাহাজটি মেরামতকালীন সময়ের জন্য বীমা করা থাকলেও এবং উক্ত সময়ের মধ্যে উহা ডুবে যাওয়া সত্ত্বেও ক্ষতির জন্য ইন্সুরেন্সের দাবী পেশ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংস্থা জবাবে জানান যে, ঠিকাদার কর্তৃক জাহাজটি ১০-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে গৃহীত হয় এবং ১৫-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে সিডরে জাহাজটি ডুবে যায়। বীমা দাবী করলে বীমার অর্থ Act of God এর কারণে আদায় করা সম্ভব হতো না বিধায় দাবী করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ইন্সুরেন্স এর Period of cover এর Clause (ন) তে উল্লেখ আছে any loss or damage এর ক্ষেত্রে দাবী গ্রহণযোগ্য হবে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২৭-৭-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২-৯-০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বীমা পলিসির টাকা দাবী না করার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১৩।

শিরোনাম ঃ টেন্ডার ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ফেরীর ক্যাটারিং ঠিকাদার নিয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে রয়্যালটি বাবদ ক্ষতি ৫০,৮২,১১৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিআইডব্লিউটিসি, আরিচা ঘাট, শিবালয়, মানিকগঞ্জ ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-০৫-০৯ খ্রিঃ হতে ০৪-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ক্যাটারার্স নথি ও রয়্যালটি আদায় রেজিষ্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সংস্থার রো রো ফেরীর ক্যান্টিন ক্যাটারিং ঠিকাদারের মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে টেন্ডার ব্যতীত ক্যাটারিং ঠিকাদার নিয়োগ এবং দীর্ঘদিন যাবত প্রতি বছর নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি করায় ৫০, ৮২,১১৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ " পৃষ্ঠা ১২-১৩ তে দেখানো হলো)।
- বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়ের ০১-০২-০৬ খ্রিঃ তারিখে ৪টি রো রো ফেরীর ক্যাটারিং ঠিকাদার হিসেবে জনাব আঃ লতিফ, সুমন আহমেদ, মোঃ রিমন এবং মোঃ নাছির উদ্দিনের নামে রুট ভিত্তিক দৈনিক রয়্যালটির (যেমন ঃ পাটুরিয়া- দৌলতদিয়া- পাটুরিয়া রুটে দৈনিক রয়্যালটি ৪,০০০ হতে ৪২০০ টাকা পর্যন্ত) বিনিময়ে নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়।
- পরবর্তীতে টেন্ডার ব্যতিরেকে পূর্বে নিয়োগকৃত জনাব আঃ করিম, মোঃ আউয়াল হোসেন, মনীন্দ্র কুমার ধর ও আঃ মালেকের নামে ক্যাটারিং ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ মেয়াদ বৃদ্ধিপূর্বক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামাফিক অস্বাভাবিক কম হারে দৈনিক রয়্যালটি নির্ধারণপূর্বক (দৈনিক ১৮০০ টাকা হতে ২২৭৭ টাকা পর্যন্ত) ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা করা হয়েছে;
- এভাবে কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি অনুযায়ী অনিয়মিতভাবে ক্যাটারিং ঠিকাদার নিয়োগ, মেয়াদবৃদ্ধি এবং ইচ্ছানুযায়ী প্রায় অর্ধেক হারে দৈনিক রয়্যালটি নির্ধারণ করে ক্যাটারিং ঠিকাদারকে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং একই সাথে সংস্থার বিপুল অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ক্যাটারিং ঠিকাদার নিয়োগ, সময় বৃদ্ধি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা আপত্তির জবাব প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- টেন্ডার ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ক্যাটারার্স নিয়োগের মেয়াদ পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে বিধায় জবাব বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২৭-৭-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩-৯-০৯ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারিপত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতির মূল্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি ২৪,০৮,২২৮/- টাকা

বিবরণ ঃ

৩টি প্রতিষ্ঠানের ২০০০-০৮, ১৯৯৯-০৮ ও ২০০৬-০৮ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ভি ইনভয়েস, পরিবহন ঘাটতি রেজিস্টার, গুদাম লেজার, চলাচল সূচীর নথি, এলইউএ, ও আনুষঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

(ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাদারীপুর এর আওতাধীন গোসাইরহাট, ডামুড্যা, নড়িয়া ও আংগারিয়া খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য পরিবহনে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি সংঘটিত হয়েছে। মংলা বন্দর, খুলনা হতে নৌ পরিবহন ঠিকাদারগণ পরিশিষ্টে উল্লিখিত খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্য শস্য পরিবহন কালে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি হয়। ফলে সরকারের ক্ষতি ২০,৩২,১৩০ টাকা নৌপরিবহন ঠিকাদারের কাছ থেকে আদায়যোগ্য। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ-১" পৃষ্ঠা--১৫ তে দেখানো হলো)।

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাদারীপুর ও উহার আওতাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও স্থানীয় খাদ্য গুদামের পরিবহন ঘাটতি সংক্রান্ত রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- খাম/এস-১/বিবিধ-৯/৮২/১২৩ তারিখঃ ৪-৬-১৯৮৫ খ্রিঃ মোতাবেক ট্রাকযোগে/নদী পথে পরিবহন ঘাটতির হার ০.১২৫% লংঘন করে বিভিন্ন জায়গা হতে স্থানীয় খাদ্য গুদাম মাদারীপুর পণ্য আসার পর গুদামজাতকরণের সময় সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি দেখিয়ে সরকারের ৩,২৩,৪৬৭ টাকা ক্ষতি সংঘটিত করা হয়, যা আদায়যোগ্য। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঠ-২" পৃষ্ঠা-২০ তে দেখানো হলো)।

(গ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নীলফামারী ও এর আওতাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং এলএসডি সমূহের চলাচল সূচীর নথি, ইনভয়েস সমূহ ও এলইউএ ও আনুষঙ্গিক নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, রেলওয়ে পরিবহন ঠিকাদার মোঃ আবু বকর সিদ্দিক এর সহিত শুন্য ঘাটতিতে পরিবহনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবহনকালে মালামালের ব্যাপক ঘাটতি দেখিয়ে সরকারের ৫২৬৩১/- টাকা ক্ষতি করা হয়েছে । (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ-৩" পৃষ্ঠা-২২ তে দেখানো হলো)। ফলে সর্বমোট ২৪,০৮,২২৮/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয় ।বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ" পৃষ্ঠা-১৪-২২ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতির টাকা আদায়/সমন্বয়ের কপি পাওয়া গেলে পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

(খ) পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে মর্মে লিখিত মন্তব্য প্রদান করেছেন।

(গ) রেলওয়ে পরিবহন ঘাটতির বিষয়ে ইনভয়েসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিলগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিশোধ হয় বিধায় তথ্য সংগ্রহ করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অদ্যাবধি জবাব প্রদান ও টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতিসমূহের বিষয়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৪-৮-০৯, ০৮-০৩-০৯ ও ১৮-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৬-১০-০৯ ০৬-০৫-০৯ ও ২৬-০১-০৯ খ্রিঃ তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২-১১-০৯, ২৫-১০-০৯ ও ৮-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম ঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন মেসার্স ব্রাদার্স নেভিগেশনের নিকট হতে ক্ষতিগ্রস্থ চাল ও বস্তার মূল্য আদায় না করায় ক্ষতি ৪৮,২৪,৯৮০/- টাকা।

বিবরণঃ

খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৬/৭/০৮ খ্রিঃ হতে ২৪/১১/০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের নথি নং-চসাসা/ জানৌ/১০৫/০৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-খাদ্য/সর-২/সালিশ-১/২০০৬/১০৬/ তারিখ ঃ ২০-৫-২০০৭ খ্রিঃ এর নির্দেশ এবং খাদ্য অধিদপ্তর এর আইন উপদেষ্টার ১৯-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের মতামতের আলোকে নৌপরিবহন ঠিকাদার মেসার্স ব্রাদার্স নেভিগেশন এন্ড কোম্পানী ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল) ১নং রায়পাড়া রোড খুলনার নিকট সরকারি ক্ষতিগ্রস্থ চাল ও বস্তার প্রকৃত মূল্য চুক্তির ১১(গ) ধারা মোতাবেক ৪৮,২৪,৯৮০ টাকা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" পৃষ্ঠা- ২৩ তে দেখানো হলো)।
- কার্গোটি ৩১-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ডুবে গেলেও দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত ঠিকাদারের নিকট হতে সরকারি পাওনা আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ৩১-৩-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে মালসমেত কার্গোটি দুর্ঘটনা কবলিত হয়। চুক্তিপত্রের ১১নং শর্ত মোতাবেক বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্ত এবং ১২নং শর্ত মোতাবেক ঠিকাদার আরবিট্রেশন করে। মন্ত্রণালয়ের ২০-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ১০৬ নং স্মারক এবং আইন উপদেষ্টার ১৯-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের মতামতের প্রেক্ষিতে টাকা আদায়ের জন্য চলাচল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনাকে নির্দেশ দেয়া হয়। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- মামলার বিষয়ে কোন কাগজপত্র নথিতে না পাওয়ায় জবাব বিবেচনাযোগ্য হয়নি।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-২-০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-৩-০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৮/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম ঃ চাল সরবরাহে ব্যর্থ চুক্তিবদ্ধ ডিলারগণের জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ১৭,৬৬,৭৭৯/- টাকা।

বিবরণ ঃ

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর এবং এর আওতাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও এলএসডি সমূহের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৭-২০০৮ খ্রিঃ হতে ০৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জয়পুরহাট এবং এর আওতাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও এলএসডি সমূহের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৭-২০০৮ খ্রিঃ হতে ০৯-০৯-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া এর আওতাধীন ৬টি প্রতিষ্ঠানের ২০০১-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ২৭-০৭-২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩০-০৯-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে চাল ক্রয় নথি, ক্রয় চুক্তিপত্র, ক্রয় নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নথি এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর এবং এর আওতাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও এলএসডি সমূহ এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জয়পুরহাট এবং এর আওতাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও এলএসডি সমূহের চুক্তিবদ্ধ মিলারগণ চাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির শর্তানুযায়ী মোট মূল্যের ২% হারে জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় (৪,১২,৬২৫+ ৬,২২,৪৫৪) = ১০,৩৫,০৭৯/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ(১)" পৃষ্ঠা -২৫ ও "ঢ(২)" পৃষ্ঠা- ২৬ তে দেখানো হলো)।
- অনুরূপভাবে প্যাকেজ নং-৩/২০০৭-০৮ সালের আওতায় বৈদেশিক সূত্র হতে আমদানিকৃত চাল ক্রয়ের জন্য আহবানকৃত দরপত্রে মেসার্স র‍্যাক বাংলাদেশ, রাজশাহী সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হন। সে মোতাবেক ভেড়ামারা এলএসডি, কুষ্টিয়াতে ১,৫০০ মেঃ টন চাল সরবরাহের নিমিত্তে খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩১/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু ঠিকাদার উক্ত সময়ের মধ্যে চাল সরবরাহ না করায় পরবর্তীতে মেয়াদ ১১/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং শর্ত থাকে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে চুক্তি বাতিল করা হবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১২/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঠিকাদার কর্তৃক ভেড়ামারা এলএসডিতে কোন চাল সরবরাহ করা হয়নি। নির্ধারিত সময়ে চাল সরবরাহ না করার ফলে সংগ্রহ নীতিমালার ৯(গ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক মোট মূল্যের ২% হারে (চালের মূল্য ৩,৬৫,৮৫,০০০) ৭,৩১,৭০০ টাকার সমপরিমাণ জামানত বাজেয়াপ্তযোগ্য।
- চাল সরবরাহে ব্যর্থ চুক্তিবদ্ধ ডিলারগণের নিকট জামানাত বাজেয়াপ্ত না করায় মোট ক্ষতির পরিমাণ (১০,৩৫,০৭৯+৭,৩১,৭০০)=১৭,৬৬,৭৭৯/০০ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ" পৃষ্ঠা-২৪ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর জবাবে জানান যে, বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর করা হয়েছে।
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জয়পুরহাট জবাবে জানান যে, জামানতের টাকা স্থগিত করা হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের সালিশি ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া জবাবে জানান যে, বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত বিধায় তথ্য সংগ্রহপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব বিবেচনাযোগ্য নয়। কারণ চুক্তি মোতাবেক চাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় জামানত বাজেয়াপ্ত করে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮/১২/২০০৮ ও ২৯/০২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬/০১/২০০৯ খ্রিঃ এবং ২৯/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৮/০৬/২০০৯খ্রিঃ এবং ০৬/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ জামানত বাজেয়াপ্তপূর্বক টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনাম ঃ দোকান ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও চুক্তি নবায়ন না করা এবং বর্তমান বাজার মূল্যে ভাড়া আদায় না করে নামমাত্র ভাড়া আদায় করায় সংস্থার ক্ষতি ১,৯২,৪৪,৫৮৩/- টাকা।

বিবরণ ঃ

বি,আর,টি,সি বাস ডিপো, নুতন পাড়া, চট্টগ্রাম এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরের হিসাব ১৩-৭-০৮ খ্রিঃ হতে ২৯-৭-০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দোকান ভাড়ার নথি ও রেজিস্টার এবং ভাড়া আদায় রশিদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- দোকানের ভাড়াটিয়াদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও চুক্তি নবায়ন না করা এবং বর্তমানে প্রযোজ্য হারে ভাড়া আদায় না করে বহুদিন পূর্বে নির্ধারিত হারে নামমাত্র ভাড়া আদায় করার ফলে সংস্থার ১,৯২,৪৪,৫৮৩ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ণ " পৃষ্ঠা -২৮ তে দেখানো হলো)।
- বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ব্যস্ততম এলাকা স্টেশন রোডে বিআরটিসি'র সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল (সিবিটি) মার্কেট নামক একটি সুবিশাল মার্কেট (ভবন) রয়েছে।
- মার্কেট/ভবনটিতে অবস্থিত দোকানগুলোর মধ্যে যেগুলির ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে সেগুলি ভাড়া চুক্তি নবায়ন না করে এবং অবৈধ ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ না করে ১৯৮৪ সালে নির্ধারিত নামমাত্র ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৬ টাকা হারে আদায় করা হচ্ছে। উক্ত মার্কেটের কয়েকটি দোকান/কক্ষ এর ভাড়া বর্তমান বাজার মূল্য অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট ৩০ টাকা হারে বর্তমানে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ফলে মার্কেটে সকল দোকান/কক্ষের ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৩০ টাকা হারে আদায়যোগ্য।
- ভাড়া গ্রহণকারী দোকানদারদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি নবায়ন না করার কারণে এবং বর্তমানে প্রযোজ্য হারে ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিতে উল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে দোকানদারগণের সাথে চুক্তি নবায়ন ও ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে সত্ত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ ৯৪ সালে শেষ হওয়া চুক্তি দীর্ঘ ১৪ বছরে নবায়ন না করা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইহাতে চুক্তি নবায়ন ও প্রকৃত ভাড়া আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর দায়িত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০১-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- আর্থিক ক্ষতি সাধনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন

মহাপরিচালক

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১০/১১-৩০৯৩কম/এ-৮০০ বই-২০১০।